বাংলাদেশে স্তন ক্যান্সার চিকিৎসার সম্ভাবনা

ঢাকা, ২২শে জুন -- আমেরিকার ওহায়ো স্টেট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এবং স্তন অনকোলোজিস্ট ড: রিচার্ড লাভ সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন। ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের উপর আলোচনা করা এবং স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত বাংলাদেশীদের হরমোনাল চিকিৎসা সেবা প্রদান করাই তার এই পরিদর্শনের উদ্দেশ্য ।

ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতাল পরিদর্শনকালে ড: লাভ ডাক্তারদের সাথে কথা বলেন। তিনি বলেন যে, "যে মহিলাদের টিউমার হরমোনজনিত পরিবর্তনে সংবেদনশীল তাদের ক্ষেত্রে হরমোন থেরাপিই হল প্রাথমিক চিকিৎসা।"

নিউইয়র্কের ব্রেস্ট ক্যান্সার রিচার্স ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে ড: লাভ এশিয়া এবং আফ্রিকার ১১টি দেশে এক রিসার্চ স্টাডি পরিচালনা করছেন -- যার উদ্দেশ্যে হল হরমোনজনিত স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসার সঠিক সময় নিরূপন করা। পরিদর্শনকালে তিনি ডাক্তারদের স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য, যাদের টিউমার হরমোন পজেটিভ, হরমোন থেরাপি প্রয়োগের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেন এবং একই সাথে উপযুক্ত রোগীকে তাঁর এই রিসার্চ স্টাডির অন্তর্ভূক্ত করার জন্য আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে প্রতি বছর আনুমানিক ৩৫ হাজার মহিলা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন -- এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এ ব্যাপারে কখনোই চিকিৎসা নেননি। যদিও বেশিরভাগ ব্রেস্ট লাম্প (বুকের চাকা) ক্যান্সারজনিত নয় এবং এক্ষেত্রে খুব সাময়িক চিকিৎসার দরকার হয়, কিন্তু কিছু ব্রেস্ট লাম্পের জন্য তাৎক্ষণিক যত্নের দরকার। ড: লাভের মতে, স্তন ক্যান্সারের জন্য তাৎক্ষণিক রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায়।

বাংলাদেশের মহিলারা অনেক কারণেই ব্রেস্ট লাম্পের জন্য চিকিৎসা সেবা নিতে যায় না। মহিলারা জানান যে, কোথায় গেলে এসংক্রান্ত চিকিৎসা তারা পেতে পারেন সেই ব্যাপারে তারা জানেন না। আধুনিক চিকিৎসা সেবা তাদের এলাকাগুলোতে পাওয়া নাও যেতে পারে -- আবার চিকিৎসার জন্য কাছাকাছি

কোথাও যাওয়াটাও ব্যয়বহুল এবং সময়-সাপেক্ষ। মহিলারা আরো জানান যে, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে খানিকটা ভয় আছে যদি স্তন ক্যান্সারের রোগ নির্ণয়ের পর পরিবারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা তাদেরকে দুরে ঠেলে দেয়।

সৌভাগ্যবশত বাংলাদেশে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের জন্য হরমোনাল থেরাপীসহ বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসার সুযোগ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। অনেক মহিলাই তাদের ব্রেস্ট লাম্প পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে ফিরবেন এই কথা ভেবে যে, তাদের রোগ এখনও মৃদু পর্যায়ে আছে। আবার মেডিক্যাল পরীক্ষার পর ব্রেস্ট ক্যান্সারে আক্রান্ত মহিলাদের অনেক রকম নতুন চিকিৎসা সুযোগ রয়েছে যা তাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের নমুনা/ধরন, বয়স এবং অন্যান্য চিকিৎসা অবস্থার উপর নির্ভর করে।

ড: লাভের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল চিকিৎসার ক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিবন্ধকতাগুলোকে তুলে ধরে। চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল ব্যয় বিনামুল্যে প্রদান করবে ড: লাভের ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল -- অর্থাৎ যাতায়াত, চিকিৎসা চলাকালীন থাকার ব্যবস্থা, চিকিৎসা এবং ঔষধ-পত্রাদি সংক্রান্ত খরচ। ডাক্তার এবং অন্যান্য কর্মীরা নির্বিঘ্নে যেন চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। ব্রেস্ট লাম্পে আক্রান্ত মহিলাদের অনতিবিলম্বে ডায়াগনসিস করানো হবে। সুচিকিৎসা নির্ধারণের জন্য ৪৫ বছরের নিচে ব্রেস্ট ক্যান্সেরে আক্রান্ত মহিলাদের হরমোন টেস্ট করানো হবে।

আগ্রহী মহিলাদের ড: লাভে'র এই রিসার্চ স্টাডিতে অংশগ্রহণের জন্য নিকটবর্তী সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। ঢাকার বাইরে ব্র্যাক সুস্বাস্থ্য এবং এনএসডিপি'র সুর্যের হাসি ক্লিনিক এই স্টাডি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য প্রদান করতে পারবে। ঢাকায় অবস্থিত অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে-ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল, বাংলাদেশ মেডিক্যাল কলেজ, জাতীয় ক্যান্সার রিসার্চ ইন্সটিটিউট ও হাসপাতাল এবং হলিফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল। মিলিটারীতে নিয়োজিত কর্মীরা এবং তাদের পরিবারবর্গ বাংলাদেশ রাইফেল্স হাসপাতাল বা বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকার যে কোন হাসপাতালে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করতে পারে।

==========

জিআর/ ২০০৬

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*